২৯-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - ভগবান, যাঁকে সমগ্র দুনিয়াই স্মরণ করে - তিনি স্বয়ং তোমাদের সম্মুখেই বসে আছেন। তাই, এমন বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে আশীর্বাদী-বর্সা নিতে ভুল কোরো না যেন।"

প্রশ্ন :- যথার্থ রূপে বাবার শ্রীমতে চলার শক্তি, কোন্ ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে থাকে ?

উত্তর :- যে সকল আত্মারা সঠিক বর্ণনাপত্র (পোতামেল) বাবাকে শুনিয়ে, প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার মতামত নিয়ে থাকে। আর বাবার মতামত নেওয়ার ফলে শ্রীমতে চলার শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রীমতের সাথে বাবা এও বলেন- "বাচ্চারা, জাগতিক অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানও উপার্জন করতে ভুলো না। কেননা জাগতিক উপার্জিত অর্থ একসময় তো শেষ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক ব্যাপারেই বাবার শ্রীমত অনুসারে, সজাগ ও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। কখনই নিজের মত অনুসারে চলবে না।'

*গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নেমে এসো..... *
(ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন)

ওঁম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমরা এখন কার সামনে বসে আছ ? -- বেহদের বাবা আর দাদার সম্মুখে। সত্যি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ! বেহদের বাবা পরমপিতা-পরমাত্মা এবং বেহদের পবিত্র-স্বরূপ দাদা প্রজাপিতা ব্রহ্মা, দুজনেই (সংযুক্ত-রূপে) সামনে বসে আছেন। তাঁরা (বাপ-দাদা) আবার কাদের সামনে বসে আছেন ? --তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সামনে। মনে হয় এটা যেন এক ঈশ্বরীয় কুটুম্ব-পরিবারে বসে আছি আর বেহদের পবিত্রতার-স্বরূপ পরমপিতা স্বয়ং বসে ওঁনার বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন ও সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই ধারণা যদি তোমরা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারো, তা হলে খুশীর পারদও উর্দ্ধগামী হবে। জগতের মানুষেরা তো গান গেয়ে বাবাকে আহ্বান করে বলে, "বাবা এবার তো নীচে নেমে এসো, এই জগৎ যে এখন দুঃখে ভরে গেছে।" জগতের লোকেরা তো তাকে আহ্বান করতে থাকে, অথচ এখানে বাবা স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। তোমরা জানো যে, বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এই দাদার শরীরকে আধার করেই আমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন। বাচ্চাদের মধ্যেও তাদের পুরুষার্থ অনুযায়ী নম্বরের ভিত্তিতে বুদ্ধির দ্বারা তা নিশ্চিত হয়ে থাকে। যখন কেউ ব্যারিস্টারী পড়ে, সে নিশ্চিত থাকে যে, তাকে তার শিক্ষক ব্যারিস্টারী-ই পড়াচ্ছেন! বা অমুক সার্জন তাদেরকে সার্জারি শেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে এটা খুবই আশ্চর্য জনক বিষয় যে, মানুষ এখানে যখন পড়ছে তখন বলছে যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বেহদের বাবা অর্থাৎ নিরাকার শিববাবাই আমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কিন্তু যখনই তারা এখান থেকে দূরে চলে যায়, অমনি তাদের সেই বিশ্বাসও ভেঙে যায়। এটা সত্যিই খুবই আশ্চর্যের বিষয়- তাই না! ভগবান, যাঁকে সমগ্র দুনিয়াবাসীই স্মরণ করে, তিনি স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা এখন খুব ভালো রীতিতে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থ করো।" যদিও বাচ্চারা নিজেরাই তা বুঝতেও পারে কিন্তু পরক্ষণেই আবার তা ভুলে যায়। তোমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছ আর তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতে চলতে হয়। কিন্তু চলতে পারবে কেবল তারাই, যাদের সম্বন্ধে সবরকম তথ্যই বাবার জানা থাকবে। বাচ্চাদের শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত কার্য-কলাপ ইত্যাদি সব খবরই

বাবার কাছে পৌঁছতে হবে। তবেই তো বাবাও তা জানাতে পারবে আর সেই অনুসারে উপযুক্ত সময় অনুযায়ী তিনিও তাঁর মতামত দিতে পারবেন। তাই তো প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমত নিতে হবে। যেহেতু এটা হল গর্ড-ফাদারলী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এখানে মনোযোগ সহকারে খুব ভাল ভাবে পাঠ পড়তে হবে। এমন হওয়া মোটেই উচিত নয় যে, আজ পড়লে আবার কাল কোনও কাজ পরার দরুণ পড়া মিস্ বা গরহাজির হয়ে গেলে। জাগতিক এই সব কাজ হল অতি সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য। এই দুনিয়ায় মানুষ যত কিছুই উপার্জন করুক না কেন, সেসব কিছুই শেষ পর্যন্ত থাকবে না। সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে। যেমন, একজন পিতা তার বাচ্চাদের জন্য উপার্জন করেন। তিনি ভাবেন তার এই উপার্জিত অর্থে তার পুত্র, পৌত্র এমনকি পৌত্রের পুত্রও খেয়ে-পড়ে থাকবে। আবার তার বাচ্চারাও যখন পিতা হবে, তখন তারাও তাদের বাচ্চাদের জন্য অর্থ উপার্জনের তেমনই প্রয়াস করবে, যেমনটি তাদের বাবা করেছেন। কিন্তু, মহা-বিনাশ তো এখন সামনে দণ্ডায়মান। তাই বাবা (পরমাত্মা) যখন বাচ্চাদের বর্ণনাপত্র (পোতামেল) সম্বন্ধে জানতে পারবেন, তখনই তো সেই সঠিক মত দিতে পারবেন। তাই প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। আর এমন যেন না হয় যে, কোনো আত্মার দ্বারা কোনও প্রকারের বিকর্ম ঘটে যায়। কেননা এটা হল বেহদের বাবার ঘর। তাই বাবা এখানেই বসে বাচ্চাদের বোঝান। যে রকম হুবহু নিজের ঘরে বসে লৌকিক পিতা তার বাচ্চাদের বোঝান। একমাত্র তোমরা সব বি কে বাচ্চারাই তা জানো যে, তোমরা ব্রাহ্মণ। যদি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো, 'ভগবান তোমাদের কে হন ?' তখন অন্যরা বলবে, 'তিনি তো সকলেরই পিতা'। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর তিনি থাকেন কোথায় ? তখন তারা বলবে, 'তিনি তো সর্বব্যাপী।' আসলে তারা বেহদের বাবাকে সঠিক ভাবে জানেই না। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই বাবাকে যথার্থ রীতিতে জেনেছ, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই দৈবী মতে চলতে হবে। বাবা তো এসেছেন-ই তোমাদের দেবী-দেবতা বানানোর উদ্দেশ্যে। তাই তোমাদেরও প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। জাগতিক পান্ডারা (পথ-প্রদর্শকরা) তীর্থ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক হয়ে থাকতে বলে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে নির্দেশ দেন। আবার এরকমও অনেকেই আছেন যারা তীর্থ যাত্রা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী নয়। তীর্থ কথার অর্থ হল ভক্তি। তাই তীর্থকে না মানার অর্থ হল ভক্তিকেই অস্বীকার করা। যদিও এই ভক্তিমার্গ অর্ধকল্প অবধি চলে। এই অর্ধকল্প ধরে তারা কেবল ভগবানকেই খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা-ভাবনাও রাখে। অনেকেই আবার শিবের কাছেও যায়। তারা ভাবে যদি একবার ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, এটাই থাকে তাদের মূল ভাবনা। তারপর যদি সত্যি সত্যিই ভগবানের সাক্ষাৎকার পেয়ে যায় তাহলে তো তাদের খুশীর সীমানা থাকে না। তখন তারা মনে করে 'আমি ভগবানকে পেয়ে গেছি, কৃষ্ণকে পেয়েছি, হনুমানকে পেয়ে গেছি। অর্থাৎ এবার আমাদের মুক্তি অবধারিত।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি তো তাদের কারোরই হয় না।

তাই বাবা এখন বসে খুব সুন্দর রীতিতে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, প্রথমেই তোমরা সবাইকে বাবার আসল পরিচয় জানাতে থাকো। এই সময় সকল আত্মারই অনাথ অবস্থা। তোমরাও ব্রাহ্মণ হওয়ার আগে অনাথ ছিলে। কিন্তু এখন বাবার সংস্পর্শে এসে তোমরা সেসব কিছু বুঝতে সক্ষম হয়েছ। জগতের লোকেরা তো বলে থাকে, 'আমি হলাম নীচ, পাপী-আত্মা।' কিন্তু, তাদেরকে এই নীচ আত্মা বানিয়েছে কে ? যদিও কারোরই তা জানা নেই। কেন না কেউ-ই নিজেকে মুর্খ ভাবতে পারে না। আবার এই অবিনাশী ড্রামাও (সৃষ্টি রূপী নাটক) অনাদিকাল থেকে চলেই আসছে, তাই সেই রীতিতে সবাইকেই নিম্নগামী হতেই হবে, ভ্রষ্টাচারীও হতে হবে। আমাদের অবশ্যই

খেয়াল রাখতে ও সতর্ক হতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। যেহেতু স্বয়ং ভগবান আমাদের পিতা, তাই আমাদেরই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে। কিন্তু, তবুও আমাদের এমন দুর্গতি হল কেন ? এই সামান্য কথাটাই কারও বুদ্ধিতে আসে না। একদিকে অন্যেরা সবাই বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, অপরদিকে তারাই আবার বলে যে জগতে শান্তি কিভাবেই বা স্থাপিত হবে! এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সংশয়ান্বিত তাই তারা নানান কনফারেন্সও (অধিবেশন) করতে থাকে। বোঝালেও বুঝতে চায় না, কিন্তু অন্তিম সময়ে তো তাদেরকে বুঝতে হবেই। তাই এই নিমিত্তে অবশেষে তোমাদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে বোঝাতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যোগের অভ্যাসে থেকেই কর্মাতীত অবস্থায় আসতে হবে। কারণ, একদা এই তোমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে, তাই আবারও তোমাদেরকে তেমনই নির্বিকারী হতে হবে। অন্যান্য যেসব ধর্মগুলি আছে, তাদের কেউ-ই সত্যযুগে থাকবে না। গত কল্পে যারা সত্যযুগে ছিল, তারাই দীর্ঘ সময় ধরে পরমাত্মার থেকে পৃথক ছিল। তাই কেবল তাদের উদ্দেশ্যেই এই হারানিধি (সিকিলধে) শব্দটি উচ্চারিত হয়। তাই তো বলা হয়, "আত্মা আর পরমাত্মা উভয়েই আলাদা ছিল বহুকাল। কিন্তু, কোন্ কোন্ আত্মারা পরমধাম থেকে প্রথম দিকে এখানে এসেছেন, তারা তাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে! প্রথম দিকে তো দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসেন তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। তাই তাদেরকেই প্রথমে নিজেদের ধর্মে আনতে হবে। বাবাও তাই বলেন, "একমাত্র তাদের জন্যই আমাকে আসতে হয় এখানে। আর তাদের সকলকেই একত্রে নিয়ে আসতে হয়, কেননা সবাইকেই তো মুক্তি দিতে হবে। যদিও এখন তো আর সেই দেবী-দেবতা ধর্মই নেই। তাই তাদের জন্যই আবার নতুন করে চারাগাছের (স্যাপলিং) নিড়ানি করতে হবে। কেউ এক ধর্মে তো অপর কেউ অন্য কোনও ধর্মে চলে গেছে। যদিও তারা নিজেরাই অবশ্য সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। সত্যি, এই ধর্মের স্থাপনাও কতই না আশ্চর্যজনক! তাই তো তারা বলে, 'হে প্রভু তোমার শ্রীমতের গতি সদ্গতির খেলা বড়ই আশ্চর্যের! যা কেউই তা বুঝতে পারে না।' আচ্ছা, তা হলে এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তবে কেমন করে হয়ে থাকে! এতদিন ধরে যেসব পতিত আত্মা দেহভানে ছিল, তাদেরকেই আবার দেহী-অভিমানী বানাতে যথেষ্টই পরিশ্রমও করতে হয়। কারণ তারা যে বার বারই সে কথা ভুলে যায়। তাই বাবা বলেন, 'উঠতে বসতে সব সময়ই কেবল আমাকেই স্মরণ করো।' যেহেতু, এখন তোমাদের উপর বিকর্মের বোঝা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এই তোমরাই-সুখ এবং দুঃখ দুটোকেই অনেক ভালো ভাবেই দেখেছ। এখন আবার আমি তোমাদের সেই দুঃখ থেকে সুখের সাগরে নিয়ে যাচ্ছি।' তাই তো তোমাদের অবশ্যই শ্রীমতে চলতে হবে এবং অন্যান্য আত্মাদেরও একথা স্মরণ করাতে হবে। সৃষ্টি চক্রের গোপন তথ্য বোঝান কিন্তু অনেক সহজেই। তাই তো কেবল তাঁকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়।

বাবা তোমাদের যা বোঝাচ্ছেন, তোমরাও তা অন্যদেরকে বোঝাও, 'আসলে তোমরা তো হলে ভগবানের সন্তান- তাই না!' আর যেহেতু ভগবান স্বর্গের রচয়িতা, তাই তোমাদেরও ভগবানের কাছ থেকে তাঁর আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া উচিত। এসব কথা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো, তাই তোমরাই তা জিজ্ঞাসা করতে পারো, যেখানে জগতের মানুষ বলে, 'ঈশ্বর আমাদের জন্মদাতা'- সেক্ষেত্রে, তাহলে তোমাদেরও তো ঈশ্বরের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে- তাই না! যদি তোমাদের ঈশ্বর পিতা স্বর্গের রচয়িতা হন, তাহলে তোমরা এই নরকেই বা পড়ে আছ কেন! একথা তো তোমাদের জানাই আছে যে, তোমরাই পূর্বে স্বর্গে ছিলে, কিন্তু বিকার রূপী রাবণ তোমাদের নরকের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও রাবণ আসলে কে, সেটাও কেউ সঠিক ভাবে জানে না। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ

বাচ্চারাই তা স্মরণ করাতে পারো যে, এই ভারতভূমীই একসময়ে প্রাচীন স্বর্গ-রাজ্য ছিল আর তখন সকল ভারতবাসীই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। সেই ভারতই এখন আবার নরকে পরিণত হয়েছে, যদিও অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে এ সবই আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অর্ধকল্প রামরাজ্য এবং অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য। এটাই হল সৃষ্টি-চক্রের খেলার নিয়ম। আর এর মধ্যবর্তী সময় কি কি ঘটে, সেটাই বাবা বসে আমাদের বোঝান বিস্তারিত ভাবে। যে সকল আত্মারা নিশ্চয়-বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তা বিশ্বাস করে যে, আমরা পরমাত্মা বাবার সামনেই বসে আছি। আর এই পরমাত্মা শিববাবাই হলেন একাধারে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী আর ত্রিমূর্তি। এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের রচয়িতাও হলেন তিনি । কিন্তু, জগতের মানুষ তো ত্রিমূর্তি শিবের বদলে সেখানে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার নামকরণ করেছে। কিন্তু ত্রিমূর্তির রচয়িতা ব্রহ্মা কিভাবেই বা হতে পারে ? তারাই আবার এই গানও গেয়ে থাকে যে, 'ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ,'- তা হলে রচয়িতা তো অবশ্যই অন্য কেউ হবে,- তাই না! এত সামান্য কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন, এছাড়া আর কি বা দেবেন তিঁনি! আচ্ছা, বিষ্ণুপুরী কে স্থাপন করেন? পরমাত্মা শিববাবাই বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করাণ। যদিও জগতের মানুষেরা এ সবের কিছুই জানে না, তারা তো বিষ্ণুর পৃথক চিত্র বানিয়ে তাকেই নর-নারায়ণ বলে মনে করে, আবার লক্ষ্মী-নারায়ণেকেও আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়। সত্যি, চিত্রগুলোও কেমন আশ্চর্যজনক ভাবে বানানো হয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তো প্রদর্শনীতে গিয়ে এইসব অন্য আত্মাদের বোঝাতে হয়। কিন্তু প্রদর্শনী চলাকালীন বাচ্চারা যদি নিজের নিজের কার্যে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তারা ভাববে এরা থোড়াই সঠিক পরিচয় জানে । বাবা বুঝে যান যে এই বাচ্চা নিশ্চয়ই নিজে কিছুই বোঝেনি, নইলে প্রদর্শনীর সংবাদ পেলেই সেবার জন্য ছুটে যেত। । কারণ, সেবার কথা শুনেই তো ছুটে যাওয়ার কথা । যে অন্ধের লাঠি না হতে পারে, তার মানে তারা নিজেরাই অন্ধ হয়ে আছে, এমন বাবাকে না জানার কারণে। কাউকে এটা বলার প্রয়োজন আছে কি, তোমরা তোমাদের সেবার কাজ করো। তাদের নিজেদেরকেই তো এসে বাবার কাছে সেবার কাজ করার অনুমতি নেওয়াটাই উচিত। বাবাও খুব ভাল ভাবেই জানেন, কারা কারা সেবার কাজ করার উপযুক্ত। যদিও এমনটা কেউ লেখে না যে - 'বাবা আমি সেবা করার জন্য তৈরি আছি।' জগতের মানুষকে যে কাঁনা-কড়ি, নুড়ি-পাথর থেকে হীরে তুল্য মূল্যবান বানাতে হবে। আর তাতে যদি ১০, ২০, ৫০ টাকা কমও রোজগার হয়, তবে তাতে আর কি বা লোকসান হবে ? বরঞ্চ, অনেক আত্মাদের কল্যাণ-সাধন হবে তো তাতে। যেহেতু অন্যেরা তো বাবাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানেই না। কোটি কোটির মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক আত্মাই তাঁকে জানতে সক্ষম হয়েছে। তার থেকেও সেইসব গুটি-কয়েক সেবাধারী বাচ্চাদেরকেই সেবার জন্য টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠানো হয়। যদিও তারা নিজেরা বলে না যে, 'বাবা আমি সেবার জন্য তৈরি আছি।' কিন্তু, বাবা তো সবকিছুই লক্ষ্য রাখেন, বোঝেন কোন্ কোন্ বাচ্চারা সেবা করার প্রতি আগ্রহী। মানুষেরা তো এখন পশুর সমানই হয়ে গেছে, তাই তো তাদেরকে আবার দেবতা-স্বরূপ বানাতেই হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের নিরহংকারী হতে হবে। এর মধ্যে যিনি সবার প্রধান, তাকে অবশ্যই অতি নম্র হতে হবে। কেন না বাবা হলেন সম্পূর্ণ নিরহংকারী। যদিও কোনো কোনো বাচ্চা আবার ভীষণ অহংকারীও হয়। তাই তারা যেমন কার্য-কলাপ করবে, তাকেই নকল করার প্রয়াস করবে অন্যান্য

ইচ্ছুক বাচ্চারাও। অবশ্য তাদের শাস্তি স্বরূপ, তারা নিজেরাই নীচের দিকে নেমে যেতে থাকে। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমাদেরকে সবকিছুই নিজের হাতেই করতে হবে। বাবা কেমন সধারণ রীতিতে এই সব পাঠ পড়ান। যদিও মানুষ তো জানেই, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। চাইলে তিনি কি না করতে পারেন! কিন্তু বাবা বলেন, 'আমাকে তো সেবক (সার্ভেন্ট) হয়েই আসতে হয়। যদিও তাঁকে উদ্দেশ্যে করে ভাকা হয়, জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন ও সুখের সাগর এসো, এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। তথাপি বাবাকে এসে নিজেকেই এই সব সেবার কাজ করতে হয়। কিন্তু, কোথায় এসে তাঁকে থাকতে হয়! সেখানে কত প্রকারের বিঘ্নও ঘটে, যেমন লাক্ষা-ভবনে (কৌরবরা আগুনে পান্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল) আগুন লাগিয়ে দেয়, এখানেও তেমনি এ সব বাস্তবে ঘটছে । কিন্তু, সমগ্র কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-ই যে বাবার জানা, যা কেবল আমরাই জানি না। তাই বাবা বলছেন, আমাকে তো আসতেই হবে। আফশোসের সাথে ভগবান স্বয়ং বলেন, আমাকে তো কত প্রকারের অনেক গালি-গালাজও শুনতে হয়। সবথেকে বেশী গালি-গালাজ তো আমি একাই পেয়ে থাকি। ভক্তিমার্গেও আমাকে কত গালমন্দ শুনতে হয়। এমন কি, তিন পা (তিন বর্গফুট, অর্থাৎ যৎ সামান্য) ভূমিও পাওয়া যায় না, এত বড় পৃথিবীতে। তথাপি কতই না নিরহংকারীতার সাথে বাবা নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট সুন্দর রূপে করে চলেছেন। মাম্মা আর বাবা, বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য নিজেরাই সব কিছু করে থাকে। তাদেরকে কত নীচেই না নামতে হয়, কেবল পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য। নোংরা-বসন ধুয়ে পরিস্কার করার সময় তিনি ধোপা, আবার জ্ঞানের অলংকারে সাজাবার জন্য তিনি স্বর্ণকারও বটে। সবার পাপকে ভস্মে গালিয়ে, একেবারে পাঁকা সোনায় পরিণত করেন। *আচ্ছা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন,- নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন নিরহংকারী, নম্র-চিত্তের হতে হবে। নিজের সেবা নিজের হাতেই করতে হবে। কোনো কারণেই অহংকার প্রকাশ করবে না।

২) সেবার জন্য সর্বদাই নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। সেবা করার নিমিত্তে নিজে থেকেই তা জানাতে হবে। কাঁনা-কড়ি, নুড়ি-পাথরের মত মূল্যহীন মানুষদের হীরের মতো মূল্যবান বানানোর উদ্দেশ্যে সেবা করতে হবে।

বরদান :- নিজের দৈবী-সংস্কারকে প্রকাশ (ইমার্জ) করে দিব্যতার অনুভবকারী, ব্যর্থ থেকে নির্দোষ (ইনোসেন্ট) অবিদ্যা স্বরূপ হও।

বিস্তার : যখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নিজেদের সত্যযুগী রাজ্যে ছিলে, তখন ব্যর্থ তথা মায়ার কবল থেকে নির্দোষ (ইনোসেন্ট) ছিলে। এই কারণেই দেবতাদের সেন্ট অর্থাৎ মহান-আত্মা বলা হয়। সুতরাং নিজের সেই সংস্কারকে পুনরায় উত্থিত (ইমার্জ) করে, ব্যর্থের অবিদ্যা স্বরূপ হও (ব্যর্থ কি তা সে জানবেই না) । সময়, শ্বাস, কথা, কর্ম সব কিছুতেই ব্যর্থতার অবিদ্যা স্বরূপ অর্থাৎ ইনোসেন্ট হওয়া। যখন ব্যর্থ অবিদ্যা হবে, তখন দিব্যতা স্বতঃতই আরও সহজ অনুভব হবে। তাই

এমনটা কখনই ভেবো না যে, পুরুষার্থ তো করছি। বরং পুরুষ হয়ে এই রথের (দেহ) দ্বারা কার্য করাও। একবার যে ভুল হয় দ্বিতীয়বার যেন তার পুনরাবৃত্তি (রিপিট) না হয়।

স্লোগান :- রুহানী গোলাপ হতে পারে সে-ই, যে কাঁটার মধ্যে থেকেও নিজেকে সবকিছুর থেকে পৃথক রেখে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে।